এই বেঁচে থাকাকে কী বেঁচে থাকা বলেরে লাল্লু !

আশীষ বাবলু

অমিতাভ বচ্চন একটি ছবিতে লাল্লু নামের একটি বাচ্চা ছেলেকে বাঘ শিকারের গল্প শোনাচ্ছিলেন। গভীর জঙ্গলে ঢুকলেন। বাঘ সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখে আগুন। দুটো হুঙ্কার দিল। তারপর তাকে গিলে খেয়ে ফেললো।
লাল্লু জিজ্ঞেস করলো-তোমাকে বাঘে গিলে খেলো অথচ তুমিতো আমার সামনে দাড়িয়ে, এখনো বেঁচে আছো?
অমিতাভ মুখ গম্ভীর করে বললেন - এই বেঁচে থাকাকে কী বেঁচে থাকা বলেরে লাল্লু !

এই প্রবাসে আমাদের বেঁচে থাকার গল্পও অনেকটা তাই।

আমার বাগানের লাউগাছের ফুলে যখন ব্যস্ত মৌমাছিরা টহল দিচ্ছে। পাশের বাড়ির চন্দ্রমল্লিকা যখন গলা উঁচিয়ে আমার লেবু গাছকে জিজ্ঞেস করছে ‘কেমন আছো?’। শীতের রোদ যখন আমার ব্যাক-ইয়ার্ডে পা ছড়িয়ে বসেছে। পাশের বাড়ির হুলো বেড়াল, সেই রোদের চারিদিকে ক্যাট-ওয়াক করছে। শীত সকালের ফিরোজা আকাশ যখন মাথা উঁচিয়ে সকালের শেষ শিশির বিন্দুকে বিদায় জানাচ্ছে, আমি তখন কোথায়?
আমি তখন অফিসের চার দেয়ালে মাথা গুজে কোম্পানির খেদমত করছি। কতকিছু ঘটছে পৃথিবীতে অথচ আমি থেকেও নেই। মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জীবন এভাবেই চলবে। এভাবেই দিন যাবে। এই বেঁচে থাকাকে কী বেঁচে থাকা বলে?

দেশ ও জাতীয় ভাগ্যের সাথে জড়ানো এ জীবন। দেশ গরিব আমিও গরিব। এ দেশে যখন প্রথম এসেছিলাম এত অজস্র খাবার দাবার দেখে জিবে জল নয়, চোখে জল এসেছিল। খুব মনে পড়েছিল মায়ের কথা। সপ্তাহে রোববারে বাসায় একটা মুরগি আসতো। সেই মুরগি আমরা তিন ভাইবোনের সংসারে পাঁচজনে মিলে দুই বেলা খেতাম।
তখন বুঝতে পারিনি। আজ বুঝতে পারি মা তার সমস্ত জীবনে ভাল এক টুকরা মাংস খায়নি। শুধু গলা আর বুকের খাঁচা খেয়ে হাসি মুখে আমাদের মানুষ করে গেছেন। কখনো একটু বুঝতে দেননি। মা, তোর মুখের হাঁসি মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি...।

আজ মা নেই। আমি কি করছি? কোন দিকে না তাকিয়ে লোভের সাগরে বেকুবের মতো ভাসছি। আমার চাই, আমার আরো চাই। এই লোভের সাগরে প্রতিদিন তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন লোভ।
যদি ঈশ্বরের সাথে উপরে গিয়ে দেখা হয় তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবেন তোকে এত সুন্দর একটা মনুষ্য জীবন দিয়াছিলাম সেই জীবন লইয়া তুই কি করিয়াছিস?
- সকাল থেকে সন্ধ্যা চাকরি করেছি।

- আর কি করেছিস?
- উইকেন্ডে শপিং করেছি আর নেমনতন্ন খেয়েছি।
- আর?
- বাসন ধুয়েছি। কার্পেট ক্লিনিং করেছি। লন ম্যো করেছি। গাড়ি ধুয়েছি। প্রভু, আপনি হয়তো জানেন না অস্ট্রেলিয়ার বাঙালীদের ইতিহাস কয়েক লাখ প্লেট বাসন ধোয়ার ইতিহাস। অসংখ্য জামা কাপড় ইস্ত্রি করার ইতিহাস।
- চুপকর হতভাগা। ঈশ্বর রেগে যাবেন। বলবেন, আমি এক ডজন প্রজাপতি তোর বাগানে পাঠালাম, তখন তুই কি করছিলি?
- আমি টয়লেট পরিষ্কার করছিলাম।
- সেদিন জ্যোৎস্নায় চাঁদের হাতে একটা বেহালা তুলে দিলাম তোকে গান শোনাবার জন্য, তখন কোথায় ছিলি?
- লেট নাইট শপিং, স্ত্রীর জন্য জন্মদিনের উপহার।
-আর সময় পেলি না?
- কোন উপায় নেই। স্ত্রীর জন্মদিনের উপহার ভুলে গেলে আমার যে দুর্গতি হবে তার থেকে রক্ষা করার সাধ্যি তোমারও নেই প্রভু। তুমি নিজের জন্মদিন রাখনি, কিন্তু পৃথিবীর প্রত্যেকের হাতে একটা করে জন্মদিন ধরিয়ে দিয়েছো।
- সেদিন স্ত্রীর সাথে বসে যখন বারান্দায় চা খাচ্ছিলি আমি তখন আকাশে একটা রঙধনু তুলে ধরলাম আর তোরা চোরের মতো টুক করে ঘরে চলে গেলি, কারণটা কি?
- বলতে লজ্জা করছে প্রভু।
- আমার সাথে লজ্জা লজ্জা খেলোনা। সত্যি করে বল কি করছিলি?
- দরজা জানালা বন্ধ করে স্ত্রীকে একটা চুমু খেয়েছি।
- আরে গাধা কোথাকার। আকাশে এত সুন্দর একটা রঙধনু আর নিজের স্ত্রীকে আদর করেছিস ঘরের ভেতরে গিয়ে?
- বাঙালীদের এটাই নিয়ম। প্রেম ভালোবাসার প্রকাশ আমরা দরজা বন্ধ করে করি।
- আরে আহাম্মক, আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যা আমি জীবজগতে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসা, সেটাকে এত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিস।
- কি করবো প্রভু আমাদের গুরুজনেরা বলেন, প্রেম ভালোবাসার ভিত্তি হচ্ছে কাম, দেহ।
- গর্দভ কোথাকার। তোদের মনতো নর্দমায় পরিণত হয়েছে। সোজাসুজি কিছুই দেখিস না। এই যে আমার সৃষ্টি ফুল, ওদের ভিত হচ্ছে মাটিতে, শেকড়ে। কই কেউতো ফুল দেখতে গিয়ে মাটি বা শেকড় দেখলাম মনে করেনা। তোরা একটু প্রেম ভালোবাসা দেখলেই দেহ আর কামের গন্ধ পাস?
- প্রভু সত্যি কথা বলতে অস্ট্রেলিয়ায় এসে আমার ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিই বেশি দেখি। গাড়ি, বাড়ি, কার্পেট, টাইল, ল্যাপটপ। কাগজে কলমে অস্ট্রেলিয়ান হলেও মনেপ্রাণে বাঙালি। পরস্ত্রী-কাতরতা, সন্দেহবাতিক, নেতা হওয়া, রাস্তায় নাক ঝাড়া, মিথ্যে কথা বলা, এখানে ঘুষ খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, থাকলে খুবই ভাল হতো, বিনা পরিশ্রমে টাকা দেখতাম।

আমরা সবাই জানি জীবন ক্ষণস্থায়ী। কোথায়ও গেড়ে বসতে নেই। যে জায়গা চিরকালের নয় সেখানে মিথ্যে বাজার বসিয়ে লাভ নেই। তবু ঘুরে ফিরে আরো চাই। আমি নিজের কথা বলি, জীবনের এক কুড়ি বছর ঘর থেকে দূরে একা থেকে এখনো ফিটফাট ঘরে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারি না। খুব বেশি সাজানো গুছানো বাড়িঘর দেখলেই হাটতে চলতে ভয় হয়। ঘর নয় যেন হার্ভী নরমানের শো-রুম।

অন্যদিকে যখন একা ছিলাম বিছানায় বই, কম্পিউটার মনিটরের উপর কমলার খোসা, খাবার টেবিলে অজস্র কাগজের ভিড়ে শামসুর রাহমানের ভস্মস্তুপে গোলাপের হাসি। সিগারেটের এ্যাসট্রেতে খুচরো পয়সা। অর্ধ সমাপ্ত চায়ের কাপ। চেয়ারের হাতলে আধময়লা টি-শার্ট। দেয়ালে কাত হয়ে থাকা রবীন্দ্রনাথের ক্যালেন্ডার মিলে যে কোলাজ তৈরি হতো তার মাধুর্য অনেকেই বুঝবে না। সে জীবনের চারিদিকে কিছু শিল্প ছিল। বেঁচে থাকা নেহাত মন্দ লাগতো না। এখন জীবনে ভিন্ন কোনো গল্প নেই। নীতিকথা নেই, শুধু চাই, আরো চাই।

ashisbablu@yahoo.com.au